কুষ্টিয়ায় জাতীয় কবিতা মঞ্চের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

এসএম জামাল: ‘কবিতা হোক অধিকার আদায়ের শ্লোগান’ এই শ্লোগানকে উপজীব্য করে ‘জাতীয় কবিতা মঞ্চ’ কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইসাথে ইফতার মাহফিল, স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর বসে।

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের আঞ্জুম’স কিচেনে এ ইফতার মাহফিল, স্বরচিত কবিতাপাঠ এবং সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কবিতা মঞ্চ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি কবি ও লেখক শেখ আক্তার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
সহসভাপতি শাকিলা পারভিন দোলা, রেজাউর রহমান খান, কবি নুরুন্নাহার, সহ সাধারণ সম্পাদক এসএস রুশদী, সাংগঠনিক সম্পাদক কার্তিক বিশ্বাস, সাহিত্য সম্পাদক লায়লা আরজুমান বানু, সংগঠনের উপদেষ্টা ওবায়দুর রহমান সহ সংগঠনের সদস্যরা।

বক্তারা সুস্থধারার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় ‘জাতীয় কবিতা মঞ্চ’ কুষ্টিয়া জেলা শাখা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বক্তারা আরও বলেন, কুষ্টিয়ার মানুষ মানেই বাউল সম্রাট ফকির লালন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন, কবি আজিজুর রহমান। এই কুষ্টিয়া থেকে সাহিত্যঙ্গনেও ভালো কিছু বয়ে এনেছে এবং আগামীতেও বয়ে আনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ঝিনাইদহে দুই দিনব্যাপী নাট্য কর্মশালার উদ্বোধন

‘সম্মুখে ছুটেছি বাঁধাহীন হয়ে, যুগের পৃষ্ঠে একেছি আমরা বিজয়ের পদচিহ্ন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী নাট্য কর্মশালা।

ঝিনাইদহের অংকুর নাট্য একাডেমীর আয়োজনে রোববার দুপুরে শহরের কুইন ফ্রেশক্যাফে মিলনায়তনে এ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস’র পরিচালনায় আজীবন সদস্য জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি এম রবিউল ইসলাম রবি, সুলতান আল একরাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক কে এম সালেহ, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক লোটাস রহমান সোহাগ, প্রচার সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, প্রেসক্লাবের সদস্য কাজী আলী আহম্মেদ লিকু, জাফর উদ্দিন রাজু, বসির আহমেদ।

আয়োজকরা জানায়, ২ দিনব্যাপী এই আয়োজনে ঝিনাইদহের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন শিক্ষার্থীকে অভিনয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রদাণ করবেন নাট্যকার ও নিদের্শক এইচ আর অনিকসহ স্থানীয় নাট্যজনরা।

মেহেরপুর বন্ধুসভার পাঠচক্র লালন ফকির এক নিঃসঙ্গ সাধক

লালন ফকির ছিলেন একাধারে একজন আধ্যাত্মিক বাউল সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিক। তাঁর গানের মধ্যে সন্ধান পাওয়া যায় এক

বিরল মানব দর্শনের।

লালন শাহ, যিনি লালন ফকির বা লালন সাঁই নামেও পরিচিত, তিনি মৃত্যুর শতবর্ষ পর আজও বেঁচে আছেন তাঁর গানের মাঝে। তাঁর লেখা গানের কোন পাণ্ডুলিপি ছিল না, কিন্তু গ্রাম বাংলায় আধ্যাত্মিক ভাবধারায় তাঁর রচিত গান ছড়িয়ে পড়ে লোকের মুখে মুখে। আজ শনিবার সকাল ১১টায় সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বশির আহমেদের সঞ্চালনায় প্রথম আলো মেহেরপুর বন্ধুসভার আয়োজনে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মিলনাতনে লালন ফকির এক নিঃসঙ্গ সাধক বইয়ের পাঠ উন্মোচন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মেরিনা খাতুন বলেন, লালন সাধকের জীবন নিয়ে লেখা আব্দুল্লাহ আল আমিন বইটি মানুষ ও মানবিকতার কথা বলে গেছেন। তার লেখাতে সমাজের বৈশম্য ভেদ করে সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন আলোর পথ দেখিয়েছেন।

সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ফারজানা ইয়াসমিন বলেন, সকল ধর্মের বাইরে মানবিকতাকে প্রকাশ করেছে। তার গান, ভাবগম্ভিরর্যপুর্ণ আবেগঘন করেছে বাঙ্গালি সমাজ ব্যবস্থাকে। নতুন আলোর পথ দেখিয়েছেন। ধর্ম বর্ণ ভেদ করে মানবতাকে সর্বোচ্চ সম্মান জানিয়েছেন। ততকালিন সমাজ ব্যবস্থাকে ধর্ম্ন তত্তকে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতো। সে সমাজে লালন সমাজ ব্যবস্থাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে জাত কারে কয় সংসারে।

সামিমা ফেরদফেরদৌস বলেন, লালন সাধক ছিলেন মানবধর্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গান রচনা করেছেন। লালন এক নিঃসঙ্গ সাধক বইটিতে লালন সাধক সমাজের জন্য কত যে গুরুত্তপূর্ণ ভুমিকা রেখেছেন তা কালের বির্বতন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সানজিদা ফেরদৌস বলেন, লালন সাধকের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক বিষয় সামনে চলে আসবে। প্রায় ২ হাজার গান তিনি রচনা করে গেছেন। মানুষের মুখে মুখে যা আজ ও গাইতে শোনা যায়।

বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথা বলেন, বই পড়ার প্রবনতা বৃদ্ধি করতে হবে। লালন সাধকের কথা বলতে গেলে সহজিয়া মত। এই মত মানুষের কথা বলে, আলোর পথের কথা বলে, লালন দর্শনকে তুলে ধরতে হবে। তবে সমাজে মামুষ মানিষকে ভালোবাসতে শেখায়।

লেখক বন্ধুসভার সভাপতি ও সরকারি কলেজের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, বই লেখার প্রেরণা আমি বাবা, দাদার কাছ থেকে পেয়েছি। তারা চাইতেন যেন আমি লেখক হয়। আর লালন ফকিরের বিষয়ে খুব ছোট বেলা থেকে লালন সঙ্গিত আমাকে কাছে টানতো। একজন অশিক্ষিত মানুষ কিভাবে এতো ভাবগাম্ভীর্যের গান লিখতে পারে। বিষয়টি আমাকে আন্দোলিত করে। লালন বিষয়ে পড়ার আবেগ তৈরি হয়েছে।

সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক এ এইস এম রশিদুল ইসলাম, আরো উপস্থিত ছিলেন, বন্ধুসভার লিখন, জুই, নাফিয়া, নাফিউল, রাফি, রিয়াজুল, মেরিনা, তাসনিম।

পাঠচক্র শেষে লালন সাধকের মরমি গান সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় যার মানুষ গুরু নিষ্টা যার এমন আরো কয়েকটি গান পরিবেশন করেন বন্ধুসভার সদস্য অর্পণ।

একুশে বইমেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেমের নাট্যগ্রন্থ ‘এ সমাজ ভাঙতে হবে’

অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা, কবি ও শিক্ষক আবুল কাসেমের নাট্যগ্রন্থ ‘এ সমাজ ভাঙতে হবে’। এ নাট্যগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন স্বনামখ্যাত নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিালক লিয়াকত আলী লাকী।

নাটক সমাজের দর্পণ, সমাজ বদলের হাতিয়ার। এই বইয়ের নাটকগুলোও সেই দর্শনই বহন করে। বস্তুত, আপামর শিল্পপ্রাণ লেখক আবুল কাসেমের এ নাট্যগ্রন্থের নাটকগুলোতে শৈল্পিক নিরিখে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চরম বাস্তবতার নানাদিক-নানাপ্রসঙ্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম তাঁর এ গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ও স্বাধীনতার চেতনা অবগাহনে আলো ফেলেছেন। চারটি নাটকে সজ্জিত এ নাট্যগ্রন্থটি তাঁর প্রথম বই। নাটকগুলো হলো— পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির পুনরুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘মীর জাফরের পদধ্বনি’; স্বাধীনতার বীর সেনানী মুক্তিযোদ্ধাদের নিগৃহীত-নিষ্পেষিত হওয়ার বিয়োগাত্মক অ্যাখান ‘বুকের রক্তে লালিত স্বাধীনতা’; যৌতুকের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত সমাজের চিত্র ‘যৌতুক’ এবং গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির ভালো-মন্দ নিয়ে রচিত নাটক ‘কালো মানিক’।

বইটি প্রকাশ করছে প্রকাশনা সংস্থা ‘পুথিনিলয়’। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী চারু পিন্টু। মূল্য ৪৫০ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলার পুথিনিলয়’-এর প্যাভিলিয়নে (প্যাভিলিয়ন নম্বর ৩৪)।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবুল কাসেম একাধারে নাট্যকার, আধ্যাত্মবাদী কবি, গল্পকার ও রাজনীতিবিদ। এর পাশাপাশি তিনি একজন নাট্য ও যাত্রাপালা নির্দেশক, পরিকল্পক ও প্রযোজক। ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু মানুষটি বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে বাস করেও শিল্প-সাহিত্য ও দেশের জন্য নীরবেই অবদান রেখে চলেছেন।

১৯৫১ সালের ১৪ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার জিৎপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন নাট্যকার আবুল কাসেম । স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর ও মেহেরপুর শহরের অদূরের রাধাকান্তপুর গ্রামে শৈশব থেকে তিনি বসবাস করছেন। এ গ্রামের স্কুলেই তার লেখাপড়া শুরু। ছাত্র জীবনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার টানে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তিনি মেহেরপুরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল থেকে দর্শনের ওপর একাডেমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। এরপর পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নেন।

আবহমান গ্রামবাংলার সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন উদার ও সাদামনের মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এলাকায় সর্বাধিক পরিচিতি পান। এই সময়ে নিজ গ্রাম ও অঞ্চলের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাটক নির্মান এবং দেশীয় ঐতিহ্যের অন্যান্য উপাদান ‘যাত্রা’ শিল্পের নির্দেশক হিসেবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সমাজ সংস্কারেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক,স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর নির্বাহী সদস্য আবুল হাসনাত দিপুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অতিরক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর হোসেন রুমন, সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিকাইল হোসেন, সাজিদুর রহমান,আবীর হোসেন,জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান,সহ সভাপতি নুরুল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে অতিথি ও দর্শকদের মন জয় করে।

দর্শনা সাহিত্য পরিষদের

আহ্বায়ক কমিটি গঠন

দর্শনা সাহিত্য পরিষদের কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে সাহিত্য পরিষদের সদস্য কবি সাহিত্যিকদের সম্মতিক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

আহ্বায়ক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আজ শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সাহিত্য পরিষদের কার্যালয়ে বিকাল ৩টা থেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, সাহিত্য পরিষদের সদস্য কবি সাহিত্যিকদের সম্মতিক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ভেঙ্গে ৭ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সদস্যগণ হলেন- আহ্বায়ক কবি মুরশিদ আলম, সদস্য, আব্দুল ওয়াদুদ শাহা কলেজের প্রভাষত মিজাানুর রহমান মণ্ডল, ডাক্তার খালেদা খানম, মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষকা আফসানা মেহজাবিন শাপলা, মোঃ জামাত আলী, বোরহান উদ্দিন টিটু। সভায় আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

কমিটিগঠন করার পরে স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত অনুষ্ঠানে স্বরচিত লেখা পাঠ করে কবি খালেদা খানম, সাজিবুল ইসলাম, ইমান আলী এরেং, মোঃ আব্দুর রশিদ, আফসানা মেহজাবিন শাপলা, এমদাদুল হক, মোঃ বোরহান উদ্দিন, মিজানুর রহমান মণ্ডল, মোঃ নজরুল ইসলাম, জামাত আলি, মোঃ আসাদ প্রসেনজিৎ মন্ডল প্রমুখ, স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি ফয়সাল আহমেদ।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি

অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনির ১৫২৫তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫২৫তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল । স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, হুমায়ুন কবীর, কাজল গুরু, আবু নাসিফ খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল, বনলতা, মিম্মা সুলতানা, হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, দ্বীপঙ্কর চক্রবর্তী দ্বীপ, জামাল উদ্দীন বেঙ্গলী, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, হুমায়ুন কবীর এবং আবু নাসিফ খলিল। চিরায়ত সাহিত্য থেকে কবিতা পাঠ করেন নজির আহমেদ এবং সুমন ইকবাল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল। অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ, শেখ পিন্টু এবং এম এ মামুন প্রমুখ । অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন|

কুষ্টিয়ায় মেধা’র রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ

মেধা’র রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমীন সার্জিকেল এর সৌজন্যে সালেহ-আমীন সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে শহরের কারামায় চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ আাবদুর কাদের।

মেধা’র নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি মোঃ শাহ নেওয়াজ আনসারী মঞ্জুর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব শামীম আহমেদের সার্বিক তত্বাবধায়নে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহর সমাজসেবা অফিসার মোঃ জহিরুল ইসলাম এবং সালমা খানম, মেধার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ড. নবীনূর রহমান খান, এসএম কাদেরী শাকিল, রফিকুল ইসলাম রফিক, আব্দুল মান্নান বিদ্যুৎ, আইয়ুব হোসেন, মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম প্রমুখ।

মেধা একটি কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, কুষ্টিয়ার মেধা একটি বাস্তবমুখি সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে যে সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে তা জেলার শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। মেধার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত হয়ে আসছে যা আমাদের দেশের জন্য অনুকরনীয় হয়ে থাকবে।

বক্তারা আরও বলেন, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা- সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিনামুুল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষন প্রদানসহ নানান মহৎ কর্মসূচি মেধাবীদের লালনে সচেষ্ট থেকে জেলার দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে এজন্য তারা প্রশংসা পাবার যোগ্য।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেধার প্রচার সম্পাদক মোঃ আলমগীর আশরাফ। পরে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে সনদপত্র ও পুরষ্কার তুলে দেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে মেধার নির্বাহী পরিষদ ও সাধারন সদস্যরা ছাড়াও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় মেধা’র রজতজয়ন্তী উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শিশির কুমার রায় বলেছেন, কুষ্টিয়ার ‘মেধা’ জেলার শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভুমিকা রেখে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, ‘মেধা’ সংগঠনটি জেলার সেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের একটি প্রতিকৃতি হয়ে উঠেছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের কারামায় চাইনিজ রেস্তোরায় মেডিক্যাল, এডুকেশন এন্ড হেলথ্ ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (মেধা)’র রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মেধা একটি কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়ার মেধা একটি বাস্তবমুখি সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে যে সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে তা জেলার শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। মেধার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত হয়ে আসছে যা আমাদের দেশের জন্য অনুকরনীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিষ্ঠার সাথে কোন কাজ করলে যে একদিন সাফল্য আসবেই ‘মেধা’ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজ অনেকেই মেধা’র কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগীতার হাত সম্প্রসারিত করছেন। আমি প্রত্যাশা করি ‘মেধা’ তার মানবকল্যাণকর কর্মকান্ড নিয়ে সুনামের সাথে এগিয়ে চলুক।

মেধা’র নির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি মোঃ শাহ নেওয়াজ আনসারী মঞ্জুর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব শামীম আহমেদের সার্বিক তত্বাবধায়নে অন্যানের মধ্যে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহা. মুরাদ হোসেন, জে.এস. এন্টারপ্রাইজ, কুষ্টিয়ার স্বত্তাধিকারী মোঃ জহিরুল ইসলাম, মেধার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ড. নবীনূর রহমান খান, প্রফেসর অজয় কুমার মৈত্র, এসএম কাদেরী শাকিল, রফিকুল ইসলাম রফিক, আব্দুল মান্নান

বিদ্যুৎ, আইয়ুব হোসেন, মোকাররম হোসেন মোয়াজ্জেম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মেধা’র নির্বাহী পরিষদের মেধা’র নির্বাহি পরিষদের সহ-সভাপতি মোঃ শাহ নেওয়াজ আনসারী মঞ্জু বলেন, ১৯৯৯ সালে কুষ্টিয়ার কয়েকজন উদ্যোমী মানুষ মিলে সমাজের পিছিয়ে পড়া অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী সন্তানদের কল্যাণের স্বার্থে কুষ্টিয়ায় মানবকল্যাণমুখী শিক্ষা সহায়তামুলক এই ‘মেধা’ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যদিওবা এটি প্রতিষ্ঠার কয়েকবছর পর আমি মেধার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি।

এর মাধ্যমে শিক্ষা-সহায়তা, বিনামুল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান, গুনীজন সম্মাননা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা, শীতবস্ত্র বিতরণ, হুইলচেয়ার বিতরণ, সেলাই মেশিন প্রদানসহ নানান সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছি।

সভায় বক্তারা বলেন, কুষ্টিয়ায় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে পরিচালিত মেধা শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নে কুষ্টিয়ায় সাধারণ ও কারিগরি সকল অঙ্গনে স্বার্থক ভূমিকা রেখে চলেছে। শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মেধাবী দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে নতুনভাবে বড় হওয়ার যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তা অভাবনীয় এবং প্রসংশার দাবীদার।

বক্তারা আরও বলেন, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা- সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিনামুুল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষন প্রদানসহ নানান মহৎ কর্মসূচি মেধাবীদের লালনে সচেষ্ট থেকে জেলার দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে অনুপ্রেরণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে এজন্য তারা প্রশংসা পাবার যোগ্য।

পরে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে সনদপত্র ও পুরষ্কার তুলে দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেধার সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমগীর আশরাফ।

অনুষ্ঠানে মেধার নির্বাহী পরিষদ ও সাধারন সদস্যরা ছাড়াও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

বইমেলায় বরকতের তিন বই

এবারের একুশে বইমেলায় তিনটি বই প্রকাশ পাচ্ছে মেহেরপুরের শিশুতোষ গল্পকার তরুণ লেখক বরকত আলীর। বই তিনটি হচ্ছে-‘পিঁপিঁ◌ঁ ও কুড়িয়ে পাওয়া ডিম’, ‘গল্পের গরু গাছে’ ও ‘পেটমোটা শিয়াল’। এদের মধ্যে দুইটি শিশুতোষ ও একটি লোকগল্পের।

এর মধ্যে ‘পিঁপিঁ ও কুড়িয়ে পাওয়া ডিম’ বইটির প্রচ্ছদ করেছেন শাহীনুর আলম শাহীন, কিডজ কারাভান প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে ৬২৫ নম্বর স্টলে। ‘গল্পের গরু গাছে’ বইটির প্রচ্ছদ করেছেন অংকন তুর্য পাতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি পাওয়া যাচ্ছে ৫৬৮ নম্বর স্টলে।

ইতোমধ্যে বইদুটি বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ‘পেটমোটা শিয়াল’ নামের একটি লোকগল্পের বই প্রকাশিত হবে। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন কাওসার মাহমুদ, খুশবু প্রকাশন থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি পাওয়া যাচ্ছে ৭৩০ নম্বর স্টলে।